সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আন্দোলন

অবরোধেই তিতুমীরের শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

"তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়"
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে
আমরণ অনশন

তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে গতকাল শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন - আমাদের সময়

সরকারের বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করে রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিসহ সাত দফা দাবিতে চূড়ান্ত আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। ঘোষণা অনুয়ায়ী আজ রবিবার সকাল ৬টা থেকে মহাখালীর রেলপথ, আমতলী ও গুলশান লিংক রোডের সড়কপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করবেন তারা। তবে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাতের কারণে সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই অবরোধ কিছুটা শিথিল থাকবে। একই সঙ্গে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কলেজে সব ধরনের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

গতকাল শনিবার রাতে কলেজটির শিক্ষার্থীদের সংগঠন তিতুমীর ঐক্য এসব কর্মসূচির বিষয়ে নিশ্চিত করেছে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা আর কোনো আশ্বাস পেতে চাই না। এবার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ঘোষণা আসতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর বিপক্ষে যারা দাঁড়াবে তারা জাতীয় বেইমান হিসেবে পরিগণিত হবে।

এর আগে, গতকাল বিকালে তৃতীয় দিনের মতো সড়ক অবরোধ করে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তারা কলেজের সামনের মহাখালী-গুলশান সড়ক অবরোধ করলে দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন পথচারী ও সাধারণ মানুষ। পরে সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে সড়ক ছেড়ে দিয়ে ক্যাম্পাসের ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গতকাল (শনিবার) বিকালে সড়ক অবরোধের কারণে গুলশান, বাড্ডা, মহাখালী ও তেজগাঁও অঞ্চলের বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ওই সড়কে চলাচলকারী মানুষজন ভোগান্তিতে পড়েন। বিশেষ করে অফিসফেরত মানুষদের দীর্ঘসময় যানজটে অপেক্ষায় থাকতে হয়। অনেকে গণপরিবহন থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী জাহিদ রানা বলেন, আমরা ‘তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়’কে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়াসহ সাত দফা দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ে অনশন করে যাচ্ছে, অথচ প্রশাসন বিষয়টিতে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাই পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এখানে সড়ক অবরোধ করেছি।

আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া নূর মোহাম্মদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ঘোষণা না এলে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ চলবে। এদিকে আমরণ অনশনে থাকা ১২ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঁচ শিক্ষার্থী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ছাড়া অনশনরত ৭ শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থা অবনতি হতে শুরু করেছে।

গতকাল দুপুরে সরেজমিনে তিতুমীর কলেজে গিয়ে দেখা যায়, কলেজের প্রধান ফটকের সামনের ফুটপাতে আট শিক্ষার্থী শুয়ে আছেন। তাদের ঘিরে আছেন গণমাধ্যমকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ দিন ভোরে তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তারা হলেন- বাংলা বিভাগের রানা, অর্থনীতি বিভাগের ইউসুফ এবং গণিত বিভাগের রায়হান।

এদিকে শিক্ষার্থীদের চলমান এই আন্দোলনের বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ‘আন্দোলনের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকার অবহিত’ উল্লেখ করে এতে জানানো হয়, ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সাতটি কলেজের সমন্বয়ে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের লক্ষ্যে ইউজিসির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ করছে। এক্ষেত্রে সরকারি তিতুমীর কলেজের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ঘোষণা আদায়ে সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলন করার যৌক্তিকতা নেই।